র্যাবের হাতে ইয়াবাসহ শ্যামলী পরিবহনের চালক আটক

২৭৩ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুরপাল্লার বাস শ্যামলী পরিবহনের চালক সাঈদ হোসেন (৪০) ধরা পড়লেন র্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্পের সদস্যদের কাছে।

আটককৃত সাঈদ আলী গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের খেদ আলীর ছেলে।

গতকাল বুধবার (২৪ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে জেলার গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে আটক হন।

র্যাব-১২ (গাংনী) ক্যাম্পের কমান্ডার ও সহকারি পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঢাকা থেকে মেহেরপুরের গাংনী অভিমুখে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহন (ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৬৪৪৯) থেকে ২শ৭৩ পিচ ইয়াবাসহ চালক সাইদ আলীকে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহন (ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৬৪৪৯) এর চালক সাইদ আলীর দেহ তল্লাশী করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ২৭৩ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। সাঈদ হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রদানসহ গাংনী থানায় হস্তান্তরের করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ১০ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে ১০ কেজি গাঁজাসহ সোহেল রানা নামের ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার (২২ এপ্রিল) বিকেলে শহরের বাইপাস এলাকা থেকে তাকে

আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সোহেল রানা ঝিনাইদহ জেলার মাধবপুর গ্রামের আব্দুর রব মোল্লার ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে মাদকের একটি চালান রাঙ্গামাটি থেকে ঝিনাইদহ শহরে প্রবেশ করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ বাইপাস সড়কের ঘোষপাড়ায় চেকপোস্ট বসিয়ে সোহেল রানা নামের একজনকে আটক করে। তার কাছে থাকা একটি প্লাস্টিকের বস্তা তল্লাশী করে ২০ টি গাঁজার রোল উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত গাঁজার ওজন ১০ কেজি। এ ঘটনায় সদর থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে ১২০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

১২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটকরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের মৃত পিয়ার আলীর ছেলে মোহাম্মদ জিয়ারুল ইসলাম (৪৮) ও একই গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের ছেলে মোঃ হযরত আলী (৪৬)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি টিম গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের বীলপাড়া এলাকার অভিযান শুরু করে। এসময় বস্তাভর্তি ফেনসিডিল নিয়ে ওই দুই মাদক ব্যবসায়ী যাচ্ছিলেন। এসময় ডিবি পুলিশ দেখে ফেনসিডিল ফেলে পালানোর চেষ্টা করছিলো তারা। ডিবি পুলিশ তাদের আটক করে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটিরনিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া ফেনসিডিল ও আসামিদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

আটককৃতদের আজ শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) বেলা ১২ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় টাকার বিনিময়ে ৪ মাদকসেবীকে ছেড়ে দিলেন এ এস আই বিপ্লব

যেখানে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশ মদকের বিষয়ে কোন ছাড় নেই সেখানে দামুড়হুদা মডেল থানার এ এস আই বিপ্লব শাহা এত সাহস পেলো কোথায়। দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ায় কয়একজন মিলে গাঁজা সেবন করছিল।

এমন সময় দামুড়হুদা মডেল থানার এএস আই বিপ্লব সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ৪ জনকে আটক করেন। পরে স্থানীয় এক নেতার সহযোগিতায় মোটা অংকের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেন। গত রবিবার রাত ৮ টার দিকে জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী সূত্র থেকে জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ার শাহাবুদ্দিনের ছেলে সামাদ,আশাদুলের ছেলে মোস্তফা, মহিউদ্দিনের ছেলে মিলন ও পারকৃষ্টপুর গ্রামের শাওনসহ ৭/৮ জন জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ার জৈনেক মহুরার বাগানে বসে গাঁজা সেবন করছিল। এমন সময় দামুড়হুদা মডেল থানার এ এস আই বিপ্লব শাহা সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাদেকে আটক করেন। পরে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় চৌধুরী পাড়ায়। তাদেরকে ধরেছে এমন খবর পেয়ে এলকার দরুদি নেতা পল্লি চিকিৎসক শফি উদ্দীন বসে যায় পুলিশের সাথে দেনদরবারে। জনপ্রকাশে দেনদরবার করে মোটা অংকের বিনিময়ে সামাদের নিকট ৮ হাজার, শাওনের নিকট ৮ হাজার,মিলনের নিকট ৫ হাজার ও মোস্তফার নিকট ৫ হাজার মোট ২৬ হাজার টাকা নিয়ে ছেড়ে দেন দামুড়হুদা মডেল থানার এ এস আই বিপ্লব শাহা। এমন মাদক সেবিদের ছেড়ে দেওয়ার খবর সংগে সংগে ছড়িয়ে পড়ে এলাকার মধ্যে।

এলাকাবাসীর অভিমত চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান

পিপিএম সেবা মাদকের সাথে আপোষ না করার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে অর্থের লোভে এ এস আই বিপ্লব শাহা তাদের ছেড়ে দিয়ে পুলিশের মানক্ষুণ করেছেন।

এক ভুক্তভোগী মাদকসেবি বলেন, এবার ঈদে আমি বাজার করতে পারিনি শখের বসে একটান গাঁজা সেবন করতে গিয়ে গুনতে হলো হাজার হাজার টাকা।আমার বাবা মা ধার করে টাকা দিয়েছে। এর চেয়ে ভালো হতো আমাকে মারধর করে কোটে চালান দিলে। টাকা তো লাগতো না।

এ এস আই বিপ্লব শাহাকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিষয়টি ওসি স্যার জানে অতএব ফোনে কথা না বলে সরাসরি কথা বলতে চাই। পরে তিনি আর সরাসরি কথা বলেনি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, আমি এ এস আই বিপ্লব শাহার এ বিষয়ে জিজ্ঞাগা করলে সে অস্বীকার করে। যদি টাকা নিয়ে থাকে তাদেরকে অভিযোগ করতে বলেন।প্রমান মিললে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, আর প্রমান না হলে বিষয়টি খারাপ হবে।

চুয়াডাঙ্গা ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মনিরকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত মনির দর্শনা পৌরসভার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হাজী পাড়ার আবু বাক্কার ছেলে।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএমের নেতৃত্বে, ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ, ফেরদৌস ওয়াহিদের সংবাদের ভিত্তিতে এস আই ওহিদুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মনিরকে গ্রেফতার করে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জিন্নাতপুর টু মাখালডাঙ্গা মাঠের মধ্যে

খোদাবক্সের জমির সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ অভিযানে তার কাছ থেকে ৪ হাজার পিচ ট্যাপেনডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মনিরের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা হয়েছে। আজ মনিরকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুর্ঘটনা কবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় একটি দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে শহরের সিএন্ডবি পাড়া থেকে পিকআপটি জব্দ করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান পাচার হবে। এমন তথ্য পেয়ে শহরের সিএন্ডবি পাড়ায় অভিযান চালায় সদর থানা পুলিশের এসআই মেফাউল হাসান। এসময় সন্দেহজনক একটি পিকআপ সড়কের পাশে দুর্ঘটনাকবলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে ওই পিকআপটি জব্দ করে বিশেষ কায়দায় লুকানো ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

দামুড়হুদায় ২ লিটার মদসহ বিষ্ণুপুরের সোহাগ আটক

দামুড়হুদা মডেলা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ লিটার বাংলামদসহ একজনকে আটক করেছেন।আটকৃত সোহাগ (৪২) বিষ্ণুপুর গ্রামের মৃত মধু মিয়ার ছেলে।

গতকাল শুক্রবার রাত ১০ টার দিকে বিষ্ণুপুর গ্রামস্থ ধৃত আসামী মোঃ সোহাগ এর বাড়ীর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মোঃ মাসুদ রানা সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে বিষ্ণুপুর গ্রামের মৃত মধু মিয়ার ছেলে সোহাগকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করেন। পরে তার কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ২ লিটার বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়। আটককৃত সোহাগের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ শনিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে মহিলা মাদক কারবারি আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫০গ্রাম গাঁজা সহ মঞ্জুরি দাসি (৩৭) নামে এক মহিলা মাদক কারবারি কে আটক ও পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশি তৈরি ৮ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করেছে ঝিনাইদহ জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের সদস্যরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের টিএনটি অফিস সংলগ্ন ঋষি পাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়। সে ঋষি পাড়ার দিলিপ কুমারের স্ত্রী।

জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর শেখ মুস্তাফিজুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পরি পৌর শহরের টিএনটি অফিস সংলগ্ন ঋষি পাড়ায় একজন মাদক কারবারি অবস্থান করছে। তখন সেখানে অভিযান পরিচালনা করে মঞ্জুরি দাসি নামে এক জন মহিলা মাদক কারবারি কে ৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আটক করা হয়। আটকের পরে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাঁজা সহ মডেল থানায় আসামি হস্তান্তরে বিষয় নিশ্চিত করেছে ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক এস আই শামীম।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা গোয়েন্দা শাখার মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ২

চুয়াডাঙ্গায় ১৫০ অ্য্যম্পুল নেশার ইঞ্জেকশনসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আজ রবিবার চুয়াডাঙ্গা সদরের দৌলাৎদিয়াড় চুনুরিপাড়ায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) শাখা মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে আটক করে।

জানাগেছে, বর্তমানে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানের অংশহিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে এসআই ওহিদুল ইসলাম বিপিএম, এএসআই আবু আল-ইমরানসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে দৌলতদিয়াড় চুনরিপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে খোকনকে (৫০) আচক করা হয়।

খোকন দৌলাৎদিয়ার চুনুরিপাড়ার মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

পরে সদরের তালতলা প্রাইমারি স্কুল পাড়া শহিদুল ইসলামকে (৪০) আটক করা হয়। শহিদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল বারেক আলীর ছেলে। সেসময় তার হেফজত থেকে ১৫০ পিস অ্যাম্পুল ইঞ্জেকশন উদ্ধার করা হয়। আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা

□□□□ □□□ □□□□□□